ক্রীড়া পরিদপ্তরের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৫-২৬:

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে তৃণমূল পর্যায় থেকে সুপ্ত প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যে শুরু হয়েছে দেশব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া আন্দোলন "নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস"। গত ২ মে ২০২৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই আসরে দেশজুড়ে ১,৬৮,৬৪৮ জন কিশোর-কিশোরী রেজিস্ট্রেশন করেন। প্রতিভাবান খেলোয়াড় খুঁজে বের করার এই মহাযজ্ঞে **ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, কাবাডি, অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, দাবা এবং মার্শাল আর্ট (কারাতে, জুডো, উশু ও তায়কোয়ানডো)**-এর মতো মোট ৮টি আকর্ষণীয় ডিসিপ্লিন অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত ২৭ জুলাই ২০২৬ ঢাকার বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই আসরের জমকালো সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। গত ১ জুলাই ২০২৬ হতে “নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৬-২৭” এর রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, যা আগামী ৩১ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। প্রতি বছর নিয়মিতভাবে এই কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে তৃণমূল থেকে আন্তর্জাতিক মানের চ্যাম্পিয়ন ক্রীড়াবিদ গড়ে তোলাই এই দূরদর্শী উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।





সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৫-২৬"-এর শুভ উদ্বোধন।







বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সাথে করমর্দন ও বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬:

ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের **মানসিক প্রফুল্লতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি** এবং তাঁদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত ক্রীড়া প্রতিভাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার লক্ষ্যে আয়োজিত হয়েছে "বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬"। ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় গত **১৮ মে ২০২৬ তারিখে ঢাকার শহীদ ফারহান ফাইয়াজ খেলার মাঠে** জাতীয় পর্যায়ের এই চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন হয়। দেশের **৮টি বিভাগের বিভাগীয় দল** নিয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় **৬টি আকর্ষণীয় ইভেন্টে ১৫৭ জন বালক ও বালিকা** অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে অংশগ্রহণ করে। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে এই বিশেষ শিশুদের ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্রীড়া সংস্কৃতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই মানবিক উদ্যোগের ধারাবাহিকতা আগামী দিনে এই শিশুদের বৈশ্বিক মঞ্চের সফল প্যারা-অ্যাথলেট হিসেবে গড়ে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।









শহীদ ফারহান ফাইয়াজ খেলার মাঠে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের অদম্য ক্রীড়া শৈলী।

আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬:

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও নান্দনিক প্রতিভার বিকাশ এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহিষ্ণুতা ও মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হলো "আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬"। তরুণ সমাজকে ক্রীড়া চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং মাদকাসক্তিসহ সকল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হতে দূরে রাখার মহৎ উদ্দেশ্যে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। গত **২০ মে ২০২৬ তারিখে ঢাকার বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম, কমলাপুরে** জাতীয় পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করা হয়। এরপর টানা ৪ দিনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ শেষে গত **২৪ মে ২০২৬ তারিখে সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকায়** এর জাঁকজমকপূর্ণ সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দেশের **৮টি বিভাগের মোট ১৬টি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩২০ জন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা** এই ফুটবল উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। তরুণ ফুটবলারদের এই মিলনমেলা দেশের তৃণমূল ফুটবলের মান উন্নয়ন এবং আগামী দিনের তারকা খেলোয়াড় তৈরিতে এক অনন্য ভূমিকা রাখবে।



কমলাপুর স্টেডিয়ামে "আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬"-এর জমকালো উদ্বোধনী মুহূর্ত।



সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ মাঠে সমাপনী দিনে চ্যাম্পিয়ন দলের ট্রফি জয়ের উল্লাস।

ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৫)-২০২৬:

তৃণমূল পর্যায়ে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের অন্বেষণপূর্বক জাতীয় দলের পাইপলাইন সমৃদ্ধ করা এবং ফুটবলের হারানো গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয় "ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৫)-২০২৬"। তরুণ প্রজন্মকে মাদকসহ সকল অসামাজিক কর্মকাণ্ড হতে বিরত রেখে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে অনূর্ধ্ব-১৫ বছরের কিশোরদের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের দক্ষ কারিগর হিসেবে গড়ে তোলাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। গত **০৬ জুন ২০২৬ তারিখে ঢাকার সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, মোহাম্মদপুরে** যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী **জনাব মোঃ আমিনুল হক** প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে ৩ দিনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষে গত **০৮ জুন ২০২৬ তারিখে** যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব **জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম** প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ করেন। দেশের **৮টি বিভাগের মোট ১৪৪ জন উদীয়মান খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা** এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেন। কিশোর ফুটবলারদের এই মিলনমেলা দেশের ফুটবলের ভবিষ্যৎ ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে।





সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ মাঠে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আমিনুল হক কর্তৃক অনূর্ধ্ব-১৫ ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এর শুভ উদ্বোধন।





সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ী কিশোর ফুটবলারদের হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম।

বিচ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক ও বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৫) ২০২৬:

ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে বাছাইকৃত অধিকতর প্রতিভাবান কিশোর ও কিশোরী ফুটবলারদের দীর্ঘমেয়াদী স্কিল এবং শারীরিক সক্ষমতা (Physical Conditioning) বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয় "বিচ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক ও বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৫)-২০২৬"। গত **১০ জুন ২০২৬ তারিখে কক্সবাজারের কলাতলী বিচের ডিভাইন ইকো রিসোর্টে** এই নান্দনিক ও রোমাঞ্চকর টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করা হয়। দেশের **৮টি বিভাগের প্রতি বিভাগ থেকে বাছাইকৃত সেরা ৮ জন করে ফুটবলার নিয়ে গঠিত ১৬টি দলের (বালক ও বালিকা) মোট ১২৮ জন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা** এই সমুদ্র সৈকতের বালুচরে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে অংশ নেন। ৩ দিনের তীব্র লড়াই শেষে গত **১২ জুন ২০২৬ তারিখে** যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী **জনাব মোঃ আমিনুল হক** প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের জমকালো সমাপনী ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। আধুনিক ফুটবলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিচ ফুটবলের এই আয়োজন তরুণ ফুটবলারদের স্ট্যামিনা বৃদ্ধি এবং জাতীয় দলের শক্তিশালী পাইপলাইন তৈরিতে এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে।





কক্সবাজারের কলাতলী সৈকতে "বিচ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৫)-২০২৬"-এর একটি চমৎকার ম্যাচ চলাকালীন মুহূর্ত।

জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা (অনূর্ধ্ব-১৫) ২০২৬:

প্রত্যন্ত অঞ্চলে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাবান অ্যাথলেটদের অন্বেষণপূর্বক জাতীয় দলের পাইপলাইন সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক দেশব্যাপী সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয় "জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা (অনূর্ধ্ব-১৫) ২০২৬"। বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় দেশের সকল জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে জেলা ও বিভাগীয় ট্রায়াল শেষে বাছাইকৃত সেরা অ্যাথলেটদের নিয়ে এই জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গত **২৩ জুন ২০২৬ তারিখে সাভারের জিরানীস্থ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)-র ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে** এই রোমাঞ্চকর প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। দেশের **৮টি বিভাগের মোট ৯৬ জন প্রতিভাবান খুদে অ্যাথলেট এবং ২৪ জন কর্মকর্তা** এই জাতীয় আসরে অংশ নেন। খুদে অ্যাথলেটদের গতি ও দমের এই চমৎকার লড়াই দেশের অ্যাথলেটিক্সের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে এবং বিশ্বমঞ্চের জন্য আগামীর অলিম্পিয়ান তৈরিতে এক শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।





বিকেএসপি ট্র্যাকে "জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা (অনূর্ধ্ব-১৫) ২০২৬"-এর ১০০ মিটার স্প্রিন্টের চূড়ান্ত মুহূর্ত।

জুনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতা (অনূর্ধ্ব-১৫)-২০২৬:

তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান সাঁতারুদের খুঁজে বের করার লক্ষ্য নিয়ে সফলভাবে সম্পন্ন হয় "জুনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতা (অনূর্ধ্ব-১৫)-২০২৬"। ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা ক্রীড়া অফিসের ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক প্রতিযোগিতা শেষে বিভাগীয় পর্যায়ে কঠোর বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের সেই সেরা সাঁতারুদের নিয়ে গত **২৩ জুন ২০২৬ তারিখে সাভারের জিরানীস্থ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)-র অলিম্পিক সাইজ সুইমিং পুলে** জাতীয় পর্যায়ের এই চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের **৮টি বিভাগের মোট ৮০ জন ক্ষিপ্রগতির খুদে সাঁতারু ও ১৬ জন কর্মকর্তা** এই জাতীয় আসরে অংশ নেন। জলমঞ্চের এই রোমাঞ্চকর লড়াই দেশের সাঁতার অঙ্গনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের গৌরব বয়ে আনার জন্য ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু তৈরিতে এক মজবুত ভিত্তি স্থাপন করল।





জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী খুদে সাঁতারুদের গলায় মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।

৪ টি বিভাগীয় ক্রীড়া অফিস স্থাপন:

দেশের ক্রীড়া প্রশাসনকে আরও গতিশীল, আধুনিক ও বিকেন্দ্রীকরণ করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এক প্রশাসনিক আদেশে ৪টি নতুন বিভাগীয় ক্রীড়া অফিস স্থাপন করা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের গত **০৬ জুলাই ২০২৬ তারিখের ৩৪.০০.০০০০.০০০.০৮০.৩৭.০০০১.২৫-১৮১ নং স্মারক** মোতাবেক ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীন **ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম** বিভাগে এই নতুন আঞ্চলিক অফিসসমূহ চালু করা হয়। ক্রীড়া কার্যক্রমের নিবিড় তদারকি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি বিভাগীয় অফিসে ১টি উপপরিচালক, ১টি অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং ১টি অফিস সহায়ক পদসহ ৪টি বিভাগে **মোট ১২টি পদ সৃজন** করা হয়েছে। বর্তমানে এই পদসমূহে যোগ্য জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে **পদোন্নতি ও পদায়নের কার্যক্রম দ্রুততার সাথে চলমান** রয়েছে। এই নতুন প্রশাসনিক কাঠামোর ফলে মাঠপর্যায়ের ক্রীড়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আরও ত্বরান্বিত হবে এবং তৃণমূল থেকে প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ উঠে আসার পথ সুগম হবে।

৪৯৫ উপজেলায় ক্রীড়া অফিস স্থাপন ও নিয়োগ:

দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে তৃণমূল পর্যায়ে ঢেলে সাজাতে এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী মোট ৪৯৫টি উপজেলায় ক্রীড়া অফিস স্থাপন ও ক্রীড়া অফিসার নিয়োগের এক বিশাল কর্মযজ্ঞ চলমান রয়েছে। গ্রামীণ ও মফস্বল অঞ্চলের ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ এবং ক্রীড়া প্রশাসনের শতভাগ বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে:

১। ১ম ধাপ: প্রথম পর্যায়ে ২০১টি উপজেলা ক্রীড়া অফিস স্থাপনের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের চূড়ান্ত সম্মতি অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে এই পদসমূহের বেতন স্কেল নির্ধারণের কার্যক্রম অর্থ বিভাগে চলমান রয়েছে।

২। ২য় ধাপ: দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকি ২৯৪টি উপজেলায় ক্রীড়া অফিস স্থাপনের প্রস্তাবে ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে এটি অর্থ বিভাগের চূড়ান্ত সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং এর দাপ্তরিক প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে।

এই ৪৯৫টি উপজেলা ক্রীড়া অফিস পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হলে উপজেলা পর্যায়ের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত ক্রীড়া চর্চা, প্রতিযোগিতা ও সঠিক ক্রীড়াবিদ অন্বেষণ সম্ভব হবে, যা দেশের ক্রীড়া ইতিহাসে এক নতুন স্বর্ণযুগের সূচনা করবে।

বিনামূল্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ:

দেশের ক্রীড়া চর্চার ব্যাপক প্রসার এবং সুযোগের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে দেশব্যাপী বিনামূল্যে ব্যাপক হারে মানসম্মত ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এই বিশেষ কর্মসূচির আওতায় দেশের **৩৫০ জন মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকূলে** তাঁদের স্ব-স্ব নির্বাচনী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রেজিস্ট্রার্ড ক্লাবসমূহে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রীড়া সামগ্রী বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সরাসরি ক্রীড়া পরিদপ্তর থেকে আরও **৪২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় ক্রীড়া ক্লাবে** বিনামূল্যে এই ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়। দেশের তরুণ সমাজকে মাঠমুখী করতে এবং খেলার সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণের এই যুগান্তকারী কার্যক্রমটি বর্তমানে দেশজুড়ে **সাফল্যের সাথে চলমান** রয়েছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও বৈশ্বিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ক্রীড়া পরিদপ্তর একটি সুনির্দিষ্ট ও যুগান্তকারী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তৃণমূলের প্রতিভা অন্বেষণ থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক আধুনিকায়নের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ক্রীড়া অবকাঠামো গড়ে তোলাই এই মহাপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। ক্রীড়া পরিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার প্রধান দিকসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

১। প্রতিভা বিকাশ ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ: "নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৫-২৬" হতে বাছাইকৃত সেরা প্রতিভাদের জন্য নিবিড় ও উন্নত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। একইসাথে এর ধারাবাহিকতা রক্ষায় প্রতিবছর "নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস" দেশব্যাপী সফলভাবে সম্পন্ন করা হবে।

২। উচ্চশিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর: দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে একটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাধর্মী **স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি (ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়)** প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৩। প্রশাসনিক ও তৃণমূল বিকেন্দ্রীকরণ: মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম নিবিড় মনিটরিংয়ের জন্য সকল বিভাগে নতুন অফিস নিশ্চিত করা। পাশাপাশি তৃণমূলের ক্রীড়া চর্চা পুনরুজ্জীবিত করতে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ক্রীড়া অফিস স্থাপন করা।

৪। বরাদ্দ বৃদ্ধি ও উপকরণ বিতরণ: দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মানসম্মত ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়ের সরকারি বাজেট ও বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করা।

৫। অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্রীড়াঙ্গন: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মানসিক প্রফুল্লতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং তাঁদের সুপ্ত প্রতিভা চিহ্নিত করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলার সুযোগ করে দিতে বিশেষ প্রতিযোগিতা নিয়মিত আয়োজন করা।

৬। ডিসিপ্লিনভিত্তিক বিশেষায়িত টুর্নামেন্ট:

- **হ্যান্ডবল :** জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে হ্যান্ডবল খেলার প্রসারে বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট করা।
- **অ্যারচারী ও শুটিং:** আন্তর্জাতিক পদক জয়ের সম্ভাবনা বাড়াতে বয়সভিত্তিক **অ্যারচারী ও শুটিং** স্পোর্টসের ব্যবস্থা করা।
- **সাঁতার:** নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাকৃতিক প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ ও আন্তর্জাতিক মানের সাঁতারু তৈরির বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া।

-: সমাপ্ত :-